PHILOSOPHY (HONOURS)

2ND SEMESTER CC4

লকের প্রতিনিধিমূলক বাস্তবাদ (1) (Representative Realism of Locke)

প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তাকে ব্যবহার করা।

বিজ্ঞানের ~~ব্যবহার~~ ব্যবহার মানুষের জীবনকে সুখী করেছে, সুবিধা দিয়েছে, আরাম দিয়েছে, আয়ু বাড়িয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষের মনের শান্তি, সুখ, স্বস্তি, আনন্দ, সহজ জীবনযাপন ইত্যাদি অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানের ব্যবহার করে মানুষ যে সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার পেছনে রয়েছে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, হাহাকার, অশ্রু, রক্ত, মৃত্যু। বিজ্ঞানের ব্যবহার করে মানুষ যে সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার পেছনে রয়েছে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, হাহাকার, অশ্রু, রক্ত, মৃত্যু। বিজ্ঞানের ব্যবহার করে মানুষ যে সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার পেছনে রয়েছে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, হাহাকার, অশ্রু, রক্ত, মৃত্যু।

বিজ্ঞানের ব্যবহার করে মানুষ যে সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার পেছনে রয়েছে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, হাহাকার, অশ্রু, রক্ত, মৃত্যু। বিজ্ঞানের ব্যবহার করে মানুষ যে সুখ-সুবিধা ভোগ করছে তার পেছনে রয়েছে অনেক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, হাহাকার, অশ্রু, রক্ত, মৃত্যু।

কিন্তু মুখ্যতই তাদের সাক্ষ্যে কাজে না, তবে মুখ্যতই
সাক্ষ্যের উপর

তাদের ব্যক্তিগত মতামত, বিশ্বাস, ধারণা, কুসংস্কার প্রভৃতি
প্রভাব বিস্তার করে। এই কারণে বিচারক সাক্ষ্যের
বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে থেকে বস্তুনিষ্ঠ (objective)
তথ্যগুলি বেছে নেন। এই বিষয়টিকে আরও
পরিষ্কার করে বলা যায় যে, সাক্ষ্যের মধ্যে
কোন্ অংশটি বস্তুনিষ্ঠ তথ্য আর কোন্ অংশটি
ব্যক্তিগত মতামত, তা বিচারক ছাড়া অন্য কারো
পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

উপসংহার:- পরিশেষে বলা যায় যে, সাক্ষ্যতত্ত্বের
ক্ষেত্রে বিচারকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি শুধু আইনের ব্যাখ্যাকারী নন, তিনি
সাক্ষ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাইকারী এবং
ন্যায়বিচারের রক্ষক। তাঁর নিরপেক্ষতা, বিচক্ষণতা
এবং সাক্ষ্য বিশ্লেষণের দক্ষতার উপরই
ন্যায়বিচারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে।
তাই বলা যায়, বিচারকের ভূমিকা সাক্ষ্যতত্ত্বের
একটি অপরিহার্য ও কেন্দ্রীয় অংশ।

বিজ্ঞান মনস্কতার পরিচয় বহন করে। ~~[illegible]~~

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~

সমাধানঃ- ক

ব্যাখ্যাঃ তরঙ্গ যেভাবে তাদের মাধ্যমকে ঘনীভবন ও পাতলা করে না, তরঙ্গপথে মাধ্যমের কোনো কণা স্থায়ী ভাবে সরে যায় না। কণাগুলো শুধু তাদের গড় অবস্থানের কাছে পিছে দুলতে থাকে। আমাদের সামনে দিয়ে যে তরঙ্গ যাচ্ছে তার অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কিনা তা বোঝা সম্ভব নয়। যে তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুব বেশি হয় তার তরঙ্গবেগ তুলনামূলক কম হয়। তাই তরঙ্গবেগ দেখে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ও কম্পাঙ্ক দুটোই তরঙ্গবেগের উপর নির্ভরশীল।

বিশ্লেষণঃ- আমরা তরঙ্গের বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানি। তরঙ্গ যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলে সেই মাধ্যমের কণাগুলো তরঙ্গের সাথে সাথে চলে না। তারা শুধু তাদের গড় অবস্থানের কাছে পিছে দুলতে থাকে। তরঙ্গ যে দিকে চলে সেই দিকে মাধ্যমের কণাগুলো দুলতে থাকলে তাকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ বলে। আবার তরঙ্গ যে দিকে চলে তার লম্ব দিকে মাধ্যমের কণাগুলো দুলতে থাকলে তাকে অনুপ্রস্থ তরঙ্গ বলে। শব্দ তরঙ্গ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গ যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলে সেই মাধ্যমের কণাগুলো ঘনীভবন ও পাতলা করে চলে। শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গবেগ নির্ভর করে মাধ্যমের ঘনত্ব ও স্থিতিস্থাপকতার উপর।

—o—

ঘুমন্ত অবস্থায় যখন কোন (Stimuli) উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আসে, তখন ইন্দ্রিয় ও স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে স্বপ্ন বলে। স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না। স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না। স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না।

স্বপ্নের বৈশিষ্ট্য — (১) স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না। (২) স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না। (৩) স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না। (৪) স্বপ্নের মধ্যে আমরা যে সমস্ত ঘটনা দেখি তার সবগুলি বাস্তবে ঘটে না।